করোনার ভালোমন্দ

গোটা ভারত তথা পৃথিবী বর্তমান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। প্রায় আট মাসেরও বেশি সময় গোটা বিশ্ব স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছে না। এই স্বাভাবিক কাজকর্ম না করতে পারায় আমাদের মধ্যে যে অসুবিধাগুলো দেখা দিচ্ছে তা হলো যারা আমরা শিক্ষার্থী তারা কলেজে গিয়ে ক্লাসে বসে পড়াশোনা করতে পারছি না। অনলাইন ক্লাস চললেও আমরা ক্লাসে যেভাবে পড়া বুঝতে পারতাম কিংবা জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম তা কিন্তু করতে পারছি না , এটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা , আমরা কারো সঙ্গে সেভাবে মিশতে পারছি না, আমাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে গেছে,কেউ কারোর বাড়ি যেতেও অনিহা প্রকাশ করছি, যার বাড়ি যাব সেও মনে করছে কেউ এলে যদি মনে হয় ভাইরাসটা নিয়ে এলো এর একটা পারস্পরিক দূরত্ব কিন্তু আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ । ভালো দিক বলতে গেলে করোনায় আট মাসেরও বেশি ট্রেন,বাস, গাড়ি কম সময় ধরে চলছে তাই দূষণ কমছে, যেসব পাখিদের আমরা দেখতে পেতাম না সেসব পাখিদের আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা বেরোচ্ছে, জলের দূষণ কমে গেছে, মাছের বৃদ্ধি হচ্ছে জলে। এছাড়া গাছপালা সবুজ হচ্ছে আগে এত গাড়িঘোড়া চলত যে ধুলোয় পাতা দেখা যেত না, পাতার সবুজ অংশ ঢাকা পড়ে যেতো। করোনার প্রধান সমস্যা যেটা মানসিকভাবে মানুষ জর্জরিত হচ্ছে কারন মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কোথাও যেতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। তাই মনের অসুখ মানুষকে চেপে ধরছে। এছাড়াও করোনার আর একটা ভালো দিক হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী গুলো লকডাউনে বাড়িতে বসে আরো বিকাশ ঘটাতে পারছি ।কেউ আবৃত্তি করতে জানলে আবৃত্তি করছে, হয়তো পড়ার ফাঁকে কলেজে তার সময় হতো না। অনেকে মা বাবার সাথে সময় কাটাতে পারত না,তারাও মা বাবার সাথে সময় নিচ্ছে আট মাসেরও বেশি , এতে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে। কিন্তু এই অসুবিধা , ভালোমন্দ নিয়েই করোনা চলছে এবং হয়তো আরো কিছু মাস এর প্রকোপ থাকবে। তাই আসন্ন দূর্গাপূজায় শ্রী শ্রী মায়ের কাছে করোনা মুক্ত বিশ্বের প্রার্থনা করি ।